দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৪

NOV. 02 2002

খুলনায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ

খুলনা ব্যুরো ঃ বসুন্দিয়ার জয়রা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রেজাউল হকের বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতি, অনিয়ম ও জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে। সূত্রে প্রকাশ, প্রধান শিক্ষক রেজাউল হকের খামখেয়ালী ও তার ক্ষমতার অপব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধ্বংস হতে চলেছে অত্র এলাকার একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে তিনি দুর্নীতির প্রশ্রয় দেন এবং তার নিজের ক্ষমতাবলে প্রকাশ। তার দুর্নীতি এখন চরমে পৌঁছেছে। বিদ্যালয়ের টাকা আত্মসাৎ থেকে শুরু করে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতি থেকেও হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর এবং বিভিন্ন দুর্নীতি ও অনিয়মের মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়ের যাবতীয় কার্যক্রম দোর্দণ্ডে চালিয়ে যাচ্ছেন। শিক্ষক ম্যানেজিং কমিটি ও এলাকাবাসীর প্রতিবাদ সত্ত্বেও কোন কাজ হচ্ছে না। স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, প্রধান শিক্ষকের সীমাহীন অনিয়ম, দুর্নীতি ও খামখেয়ালীর জন্য স্কুলের পড়াশোনার পরিবেশ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই অচল অবস্থা নিরসনের জন্য সচেতন অভিভাবকগণ প্রধান শিক্ষকের উপর চাপ সৃষ্টি করলে সুচতুর শিক্ষক স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে বিদ্যালয়ের কমিটি গঠন করেন। কিন্তু তিন-চার মাস পরে দেখা গেল উক্ত কমিটি বাস্তবায়ন না করে পূর্বের কমিটি পুনর্বহাল করেন। ফলে বিদ্যালয়ে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে।

এরই প্রেক্ষিতে ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জয়রা, খোলাডাঙ্গা ও পাইকপাড়া এই তিন গ্রামের অভিভাবক এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে আবারও কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু সুচতুর প্রধান শিক্ষক এবারও অনুরূপভাবে তিন-চার মাস পরে উক্ত কমিটি বিভিন্ন অজুহাতে বাতিল ঘোষণা করে নিজের পছন্দমত লোকদের নিয়ে কমিটি গঠন করেন। ফলে এলাকার সচেতন জনগণ তার দুর্নীতির দ্বার উন্মোচন করে শিক্ষা অফিসে অভিযোগ করেন। ফলে তদন্তের জন্য গত ২২ সেপ্টেম্বর জেলা সহ-শিক্ষা অফিসার আব্দুল মতিন হাওলাদার তদন্ত করতে এসে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতি দেখতে পান। ব্যাপক হিসাবের গরমিল প্রকাশ পায়। বিগত সরকারের আমলে স্থানীয় এমপি কর্তৃক ৪৭ হাজার টাকা বিদ্যালয়ের উন্নয়নের কাজের জন্য দেয়া হয়। কিন্তু তিনি সেই টাকার সঠিক হিসাব দিতে পারেননি। শিক্ষক উজ্জ্বলের কাছ থেকে ডোনেশন হিসেবে ৩০ হাজার টাকা হাতিয়ে নেন এবং ঐ টাকা তিনি বিদ্যালয়ের কাজে না লাগিয়ে পুরো টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। উক্ত শিক্ষক প্রভাবশালী হওয়ায় বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক-কর্মচারী ও ছাত্রছাত্রীরা ভয়ে মুখ খুলতে সাহস পায় না।